KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ১২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher জিতেন্দ্র নাথ দত্ত
Title জীবন্ত	Size 5" x 7.5" 12.70x 19.05 c.m.
Vol. & Number ১/২	Year of Publication চৈত্র, ১৩৪৪
	Condition : Brittle Good ✓
Editor সুশীল রায়, মণীন্দ্র বসু	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

162
কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ভাবনা

কবিতা ত্রৈমাসিক

সম্পাদক—সুশীল রায় : মণীন্দ্র বসু

ক বি তা

সুরেশ্বর শর্ম্মা, সৌরেন সোম, কণকলতা বসু,
কানাই সামন্ত, মণি পাল, লীলাময় বসু, অনিলা সেন,
মণীন্দ্র বসু, সুশীল রায় ইত্যাদি

সম্পাদকী—সুশীল রায় আলোচনা—লীলাময় বসু

দুই আনা চৈত্র : ১৩৪৪ দেড় টাকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন,

জীবাণু—

'জীবাণু' কবিতার মাসিক পত্র। মাসের শেষ তারিখে কলকাতায় প্রকাশিত হয়।

কলকাতার প্রত্যেক ষ্টলে 'জীবাণু' পাওয়া যায়।
প্রতি সংখ্যার নগদ দাম দুই আনা,
বার্ষিক চাঁদা এক টাকা
আট আনা।

ব্যবসায়ের চিঠি পত্রাদি ম্যানেজারের নামে
১২নং কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীটএ
পাঠাবেন।

রচনাদি পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা :
সুশীল রায়
৫।১ কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ,
কলিকাতা

বেপরোয়া : সুরেশ্বর শর্ম্মা

আমি যে নিলাজ অতি, তুমি তাহা না বলিতে জানি।
অন্তরদর্শিনী তুমি, সে কথা বুঝি যে অনুভবে।
তাই এ নিরাবরণ মুখরতা, লুকায়ে কি হবে
অজ্ঞাত নহে যা তব। স্বেচ্ছায় হইনি সাবধানী,
তোমার সঙ্কোচ কুণ্ঠা কপটতা দ্বিধা লজ্জা ভয়
সবলে অপসারিত করিবারে এ কাল বৈশাখী
আমার ঈশান কোণে জাগিয়াছে সাহসে দুর্জ্জয়,
অন্তরালে থাকি তুমি কত কাল দিবে মোরে ফাঁকি।

থসুক তোমার বক্ষে মিথ্যাময় ঘন যবনিকা,
রুদ্ধশ্বাস বুকে ধরি কতকাল মরিবে গুমরি?
তোমার অতথ্য শঙ্কা বেপরোয়া করেছে আমারে,
জানি এ দস্যুর ভালে নিজহাতে দিবে রাজটীকা।
বাণী মোর উচ্চৈঃশ্রবা, এবাহনে মোর কণ্ঠ ধরি
তস্কর বাহিত পথে যাবে ছুটি মুক্তির মাঝারে।

একতারা : সুরেশ্বর শর্ম্মা

সংক্ষিপ্ত সে ইতিহাস কালের কাজল পটে লিখা,
বিজলি বেখায় যাহা ক্ষণতরে অনিমিক্ চোখে
লিখেছিনু দোঁহে মোরা একটিমাত্র জ্যোতির্ম্ময় শ্লোকে।
সে আলো নিভিয়া গেল, রহিল তিমির যবনিকা।
ভুলি নাই ক্ষণিকারে লিখেছিনু যারে মিত্রাক্ষরে
নয়নে নয়ন রাখি বহুযুগ পুঞ্জীভূত করি
সে অচল লহমায়। আজি শুধু কম্পিত অধরে
সে শ্লোক আবৃত্তি করি' ছন্দসুরে এ নৈঃশব্দ্য ভরি।

কত বর্ষ গেল চলি সেই গান নানা সুরে সুরে
গাহিয়া চলেছি শুধু পথে পথে হাতে একতারা,
বিচিত্র রাগিনী মোর মূল সুরে আসে ঘুরে ঘুরে,
সেই পুরাতন গানে নব নব তানের ফোয়ারা
উৎসারিয়া দেয় যেন। থধূপের পারা উড়ে যায়
একটি রেখায় শুধু, পড়ে ঝরি হাজার তারায়।

গৃধ্নু : সুরেশ্বর শর্ম্মা

বাসি কি বাসিনা ভাল পারিনা বুঝিতে।
তুমি অসহিষ্ণু হলে, দেরী সহিল না,
সহজ সরল প্রেমে আসিল ছলনা,
করুণা বিধার বশে তোমারে তুষিতে।
যে চুম্বন ছিল কুঁড়ি পারেনি ফুটিতে
তুমি তারে নিলে ছিঁড়ি, তাহাতে ছিল না
মধু পরিমল লেশ। লভিনু লাঞ্ছনা,
তুমিও বঞ্চিত হলে সে দস্যুবৃত্তিতে।

হলে যা পারিত হতে লভিল নির্ব্বাণ,
বেদনায় বিতৃষ্ণায় ব্যর্থ ছলনায়।
এ জীবন আজি মোর হয়েছে শ্মশান,
প্রেম যেথা পুড়ে মরে দেহের চিতায়।
ছিল যাহা সম্ভাবনা আজি অসম্ভব,
তোমার আগ্রহ বশে আমি মৃতশব।

বিচিত্রা : সুরেশ্বর শর্ম্মা

অন্তহীন জিজ্ঞাসা যে মোর ভালবাসা।
প্রশ্ন পরম্পরা দিয়া মালা গেঁথে চলি,
পাকে পাকে শতনরী হয় একাবলী,
জাগে মনে কত শঙ্কা সংশয় দুরাশা।
কত বর্ণ কত আভা আলো অন্ধকার
ওঠে ফুটি মুখে তব, চিত্তে মোর জাগে
তোমার কথার সুরে কত না ঝঙ্কার,
তুমি যে বিচিত্রা হও মোর অনুরাগে।

তুমি মোরে দেখা দাও প্রতি প্রশ্নোত্তরে
নব নব রূপ ধরি, একাধারে পাই
সর্ব্ব আকুলতা-হরা মীমাংসা প্রাঞ্জল।
ঢেউ পরে ওঠে ঢেউ, তুমি লীলাভরে
ডুবিয়া ভাসিয়া ওঠ। সহসা হারাই,
আবার ফিরিয়া পাই তরঙ্গে উচ্ছল।

হিংসা : সুশীল রায়

আমারে করিছ হিংসা, মাৎসর্য্যের বিষদন্তে তুমি
ক্ষতচিহ্ন আঁকিছ হৃদয়ে :
আমারে করিছ হিংসা !

অভাগিনী কহি তোমা, ওগো ভাগ্যবতি,
এ তোমার ভীষণ দুর্মতি।
যে-কাঁটা বিঁধিছ মোরে বিষটুকু তার
নিঃশেষে শুষিয়া লয় অন্তর তোমার
তাও জান না কি ?
আমার সৌভাগ্য-সূর্য্যে সে আলো হেরিছ—
তার দীপ্তি দীপ্তি নহে, জেনে রেখো, প্রতিবিম্ব
সে শুধু তোমার,
প্রতিচ্ছায়া তব নয়নের।
তুমি মোরে যা দিয়েছ—সেই মোর ভূষণ ভালের
সে আমার বিপুল বৈভব।
আমার উদ্যান ভরি' প্রতি প্রাতে ফোটে যত ফুল,
আমার প্রভাতগুলি বহে আনে যত কিছু ঐশ্বর্য অতুল,
যে-ফসলে ভাগ্যবতী মোর বসুন্ধরা,
আমার লেখনিখানি যে-বাণীতে হ'য়েছে মুখরা—

তারি অন্তঃপুরে বাস করে তব সৌহার্দ স্বাধীন,
হে অন্তঃপুরিকা।
তুমি মোরে স্মরিয়াছ, মোরে তুমি বরিয়াছ, তাই
সঙ্গীতে বাঙ্ময় মোর সমস্ত নিখিল,
আমার আকাশখানি নীলিমায় নীল।
তবু তুমি হিংসা করো, এই মোর বিষম আক্ষেপ,
এ আমার প্রবল সান্ত্বনা।

মনে ক'রে দ্যাখো একবার—
কেমনে কী ক'রে তুমি জ্যোতিষ্মান ক'রেছ আমায়,
সৌভাগ্য তুলেছ সাজাইয়া।
একটি সন্ধ্যারে নিয়ে আজো আমি খেলা করি
বালকের মতো
দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুনরায় ছুটে যাই কাছে,
যতনে কুড়ায়ে ল'য়ে জানাই সোহাগ।
যে-সন্ধ্যায় মোরে তুমি লজ্জাভরা অন্তরঙ্গতায়
এনে দিলে জীবনের প্রথম প্রভাত।
কর্মহীন অপরাহ্ণ—লগ্ন তার গেছে হারাইয়া,
জানালায় বসে তাই নির্দয় নিষ্ঠুর মনে প্রাণে
হত্যা করি অগণিত কাল।
লোনা সাগরের ঢেউ বিস্বাদ ভীষণ
রসহীন বালুতটে ফেটে পড়ে সহস্র ধিক্কারে

শব্দহীন সংখ্যাতীত ফেনকার হাসিতে যেমন,
তেমনি সহস্র চিন্তা এলো গেলো এলোমেলো তিক্ত স্বাদহীন,
আমার এ হৃদিতটে কাংস্যরবে বাজায়ে বাজনা
বেসুরো বেতাল।
কনুই কোলের পরে, মুখখানি মুঠির ওপর,
একা বসে আছিলাম আমি।

আকাশে ফুটিল তারা একে একে : আকাশ-কুসুম।
স্বপ্নসৌধ রচিব-যে মনে তার ছিলো না সঙ্গতি,
বার বার নিজে তাই নিজেরেই দেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে
কোথাও লুকানো তায় আছে কিনা ভবিষ্যদ্বাণী।
সহসা চমকি উঠি, কেঁপে উঠি ভীষণ সন্ত্রাসে
স্তিমিত রক্তের স্রোত হিম হ'য়ে আসে।
কোমল পরশ কা'র লভিলাম আজি অতর্কিতে—
কে যেন বলিছে মোরে, শুনিলাম কণ্টকিত কানে :
'কী ভাবিছ একা ?'
চোখ হ'তে অন্ধকার টেনে ফেলে চাহি অনিমিখ
চমকিয়া সুধালেম : 'একি, তুমি ? এমন অকালে ?
এই অসময়ে ?'
'এলাম।' সংক্ষিপ্ত এই প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসিলে পুন :
'কী ভাবিছ বলো!'
আমার কাঁধের পরে আমার কাণের নিচে চুড়ি কয় গাছি

কম্প্রমান হাতে তব উঠেছিল চকিতে বাজিয়া।
তেমনি মধুর-স্বরে হৃৎপিণ্ডে মোর
জীবন-প্রত্যুষে আজি বেজে গেলো মধু বেলোয়াল।
জিজ্ঞাসিনু : 'কেন এলে বলো !'
কহিলে : 'তা হ'লে যাই ! আসি আজ তবে ?'
উড়ায়ে উড়ন্ত চুল, সচঞ্চল অঞ্চল প্রান্তটি
বাতাসে দোলায়ে দিয়ে তনুতটে তুলি' লঘু ঢেউ
অন্তর্হিত হ'লে অকস্মাৎ !
ক্ষতি নাই :
সেদিনের বিস্বাদ সন্ধ্যার
একটি লহমা তবু ধন্য তুমি ক'রেছ আমার।

এমনি ক'রেছ ধন্য জীবনের বিবিধ দিবস—
কত কী যে দিয়েছিলে সব তার বলিতে অশ্লীল,
সব কিছু বুঝাতে সঙ্কোচ।
আমি ব'সে আছি দূরে—আলোকের বৃত্তের বাহিরে
অর্ধ অন্ধকারে।

তব এলো খোঁপাখানি বার বার যেন শ্লথ হয়
আলোকে দাঁড়ায়ে তুমি ভাঙা খোঁপা বাঁকা হাত দিয়া
পরিপাটি করিবার করিতেছ সুনিপুণ ভান।
হাতের কিনার দিয়া মোর পানে চাহিছ চকিতে।

ঘরে ব'সে গুরুজন করিছেন কাব্য-আলোচনা :
সান্ধ্য-অবসরে।
তুমুল ঝঞ্ঝার মতো রবীন্দ্রের মধুসূদনের
চলে বিশ্লেষণ।
সেই সম-আলোচনা-ঝড় হ'তে মোরা দুইজন
ছুটে ছুটে উড়ে এসে লভিয়াছি যেন অবশেষে
একটি নির্ভয় আর নিরাপদ আশ্রয় প্রশাখা,—
এলোমেলো পালকেরে দু'টি পাখী মোরা
ছোট খাটো কথা দিয়ে মেরামত করি।

কত-কী দিয়েছ তুমি কতদিন কত-না লীলায়।
নবীন নৈবেদ্য দু'টি উৎসর্গ করেছ, পূজারিণি,
আমার সৌভাগ্য-স্বর্গে তাই এই নিত্য মহোৎসব।
দিয়েছ সর্বস্ব তব, সুকোমল কমল-পাণিতে,
নিপুণ শিল্পীর মতো সাজায়েছ কবিরে তোমার
কণ্ঠে তার ছড়ায়েছ বাণী।
তাই মোর দু'নয়নে ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টিখানি আজ
দীঘির জলের মতো নিটোল নিথর।
তাই ত আমার প্রাণে দিনে দিনে আসে পরমায়ু,
স্বর্ণময় ক্ষেত্র মোর সুসফল ধান্য-মঞ্জরীতে !
তাই আমি ধন্য আজ, সৌভাগ্যে উজল,

আকাশ নামিয়া তাই ধরণীরে মোর
আলিঙ্গনে জানায় বন্ধুতা।
তুমি মোরে যা দিয়েছ এ সকল তারি প্রতিধ্বনি,
বেশি কিছু নয়।
আমারে দিয়েছো এতো, তবু তব উদার হৃদয়
পরিতৃপ্ত হয়নি বুঝি-বা।
তাই মোরে হিংসা করি' নিশিদিন মাৎসর্য-অনলে
বিদগ্ধ করিতে চাও?
দান ক'রে তৃপ্ত নহো, দাও তাই শ্রেষ্ঠতম দান,
আমারে করিয়া ঈর্ষা দিতে চাও হিংসার সম্মান!

কলঙ্কিতা : মণীন্দ্র বসু

আমার শিয়রে বসি'
নিদ্রাহীন রজনীর আধ-অন্ধকারে
আমার কবিতা কাঁদে!
'হে কবি! বন্দিনী আমি!'
আর্ত আর্তনাদ তার ভেসে যায় দূর দূরান্তরে
অনুদার সঙ্কীর্ণ আকাশে।
'ওগো কবি, আমি ব্যথাতুরা
শৃঙ্খলিতা স্থূলতম রূপের বন্ধনে,
স্বর্গ হতে চির নির্বাসিতা;
কে মোরে আনিয়া দিবে অমৃতের ধারা
নব জন্ম লভিবার তরে?'
চাহি ঊর্ধ্ব পানে
আমার কবিতা কাঁদে রিক্তা কলঙ্কিতা।

চিঠি : কণকলতা বসু

মাঝে মাঝে মোর মনে এ শঙ্কা করিতেছে আনা গোনা—
সত্যি আমায় তুমি ভালোবাসো অথবা আমায় বাসোনা।
যত ভাবি আমি ভাবিয়া না পাই,
মোর দ্বিধা তব স্কন্ধে চাপাই
মণিতে আমার রণিয়া উঠেছে জীবনের জল্পনা।

ইন্দ্রপুরীতে বসতি বানাবো মোর জীবনের সাধ—
ক্ষমা ক'রো মোর চলার পথের যত কিছু অপরাধ।
যে-লিপি লিখিতে ভুলেছি চকিতে
তারি তরে মোর হবে-যে ঠকিতে
এ দুশ্চিন্তা আমার জীবন করিতেছে বিস্বাদ।
যাক্ যা হবার হয়েছে প্রচুর
ক্ষমা ক'রো দোষ বালিকা-বধূর
ভুলো বাদ প্রতিবাদ।

মানুষ : সৌরেন সোম

এ চিত্ত জর্জর মোর, হে বিধাতা, বাঁচাও আমারে—
আমারে তুলিয়া লও মৃত্যুহীন ত্যাগের শাসনে
তোমার নক্ষত্রপুঞ্জ বিদারিয়া উদার আকাশে।
এ চোখে নেমেছে তিক্ত বিভীষিকা জঘন্য ভীষণ
বুকের পঞ্জরগুলি চূর্ণ হলো বাঁশীর আওয়াজে—
শাণিত কঠিন স্বরে; হে বিধাতা, কে তুমি জানিনা,
এখানে নামিয়া এসো, আমাদের ভোগের ভাণ্ডারে।
আমাদের রাজপথে চলে রণ দুর্দ্দম দুর্বার—
বীভৎস উলঙ্গ বেশে নৃত্যপরা চলে জলযান
আমাদের হৃদেতে গাঙ্গেয়। আমাদের কক্ষমাঝে
পাথোয়াজ বাজে আর বাজে করতালি তালে তালে—
বাহির দুয়ারে যাবে ভিখারিণী অপ্রচুর বেশে
অর্দ্ধেক সৌন্দর্য তার খুলে আছে চাঁদের মতন
বর্ষার মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। হে বিধাতা, এসো তুমি—
এসো আজ, নেমে এসো, তুচ্ছ কর তব অহমিকা—
আজিকে মানুষ হও! কল্পনার প্রাচীর ভেদিয়া
তোমার বিকাশখানি পরিপূর্ণ দেখাও আমারে
আজি এ কঠোর লগ্নে! জানোনাকি আমাদের দেহে

তোমারি মতন জ্যোতি বাহিরিত, আমাদের চোখে
অমনি উদার দৃষ্টি বিচ্ছুরিত, আমাদের ভালে
দপ্ দপ্ লেলিহান্ জ্বলিত হে অমনি আগুন,
যদি না দারিদ্র দুঃখ আমাদের প্রত্যহগুলিরে
একে একে ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে যেত! আমরা মানুষ
তোমার মতন মোরা মূঢ় নই, মনে রেখ তুমি,
হে কপট-কুশলী ঈশ্বর! নন্দনের কল্পনায়
তোমার চোখের পাতে দু'টি তন্দ্রা ঝোলে দিবানিশি,
সুন্দরী উর্ব্বশী আসি' দেয় তোমা কম-আলিঙ্গন—
আমরা মানুষ তাই আমাদের উর্ব্বশী আসিয়া
আধ-খানা ছেঁড়াবুকে খুলে দেয় আধখানা চাঁদ।

দু'টো কথা : সৌরেন সোম

গরুর গাড়ির চাকার দাগের মতো
আমার বুকেতে জেগেছে চক্রনেমী।
কোন্ চৈত্রের কথা মনে পড়ে তাই
কোন্ সে সুদূর দিগন্ত ইতিহাস।

কথায় কথায় কাটে দিন কাটে রাত্তি—
স্মৃতির পাষাণে ভ'রে তুলি শৈবাল
পিছল পথের এপাশে ওপাশে শুধু
বেতসের বনে হাসে উদ্ধত কাঁটা।

দু'টো পাখী যদি ব'সে ব'সে কথা বলে
অকারণে আমি কি-যে ভাবি উন্মন,
দু'টো সন্ধ্যার-তারার আলোতে মোর
সকল পৃথিবী ডোবে যে অন্ধকারে।

সে ছিল পরীর মেয়ে, তার দু'টি ঠোঁটে
ছিল সুনিবিড় সঙ্কোচ, আমি তাই
ভেবেছিনু তার ভালবাসা পরিহাস :
আমার প্রণয় সে নাহি বুঝিতে পারে !

আজ চৈত্রের নবীন দ্বিপ্রহরে
পুরাতন কথা দ্বারে হানে করাঘাত
কবাট খুলিয়া সমুখে দাঁড়ায়ে দেখি—
মোর দুর্দিন এসেছে রুক্ষ চোখে।

ভিজা সন্ধ্যায় আকাশের মেঘ হাসে
মোর নিঃশ্বাসে ভেসে যায় তার সাথে।

পথে পথে : কানাই সামন্ত

সেটুকুই ধন্য হয়েছ এ জীবন
যেটুকু কাটল পথে পথে :
আশ্বিনে নব শস্যশ্যামল মাঠের মাঝখানে,
বৈশাখে রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে পর্বতে,
ফাল্গুনে শালপলাশের পুষ্পিত গহনে,
আর আষাঢ়ে মুষল ধারা মাথায় করে
খেয়াহীন নদের ঘাটে।
যে পথের এধারে ওধারে
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত,
শুকতারার হাসি আর জলের কলস্বর আর
ফুলের গন্ধ।
যে পথ বারে বারে
অপরিচিতকে করেছে পরিচিত,
পরিচিতকে করেছে প্রিয়,
চিরসৌন্দর্যের মুখের উপর থেকে
উন্মোচন করেছে অভ্যাসের অন্ধ আবরণ।
যে পথে আমার
চিন্তা নেই, চেষ্টা নেই,

সুখ বা দুঃখ নেই,
আশা বা আকাঙ্খা নেই কোন :
মুক্ত আমি—
আনন্দিত আমি—
অনাম অনিকেত আমি
প্রবাহিত হয়ে চলেছি
আলোর সঙ্গে হাওয়ার সঙ্গে
ষড়্ঋতুর গন্ধ গান রূপরাগের মায়ার সঙ্গে
অনন্ত নীলাকাশের একদেশ থেকে আরেক দেশে।
সেটুকুই ধন্য হ'ল এ জীবন
যেটুকু কাটল পথে পথে।
ঘরের ভিতর ক্ষুদ্র আমি—
রুদ্ধ আমি—
নামে-রূপে দোষে গুণে নির্দিষ্ট আমি—
আজন্ম মরণভীরু আর আমরণ বাসনাবিক্ষুব্ধ :
এ আমি নয় কবি,
এ আমি নয় পথিক,
এ আমি নয় অমর অদেহ আত্মা।

কবিতা : মণি পাল

কবিমনের বীজ থেকে জন্ম কবিতার ;
ছোট ছোট আশা ও আনন্দ
দুঃখ ও শোক
ছোট ছোট অদৃশ্য এই জীবাণু
এরাই জন্ম নেয় কবিতায় জীবন্ত হ'য়ে।

শুনতে পাও কবিতার হাসি আর কান্না ?
তাদের স্পন্দন আর সর্পিল বিচরণ
পাও কি খুঁজে ?

মাইক্রস্কোপে জীবের জীবাণু
অনুভূতিতে কবিতার জন্মবীজ।

অদৃশ্য জীবাণু আর কবিতার বীজাণু
সঞ্চারিত পৃথিবীর আকাশে বাতাসে।

জীবাণু—তা' অস্বীকার করা যায়না,
যায়না কবিতাকেও উপেক্ষা করা।

প্রকাশের উন্মাদনায়
ঝঙ্কারিত উল্লাসে
অর্ফিয়ুসের বাঁশী বাজবেই।

ক্ষুধার্ত্তের কামনার মতো জোনাকীর বুকে
আর পোকার পাখার সাথে সাথে
কাঁপে জীবাণুর কবিতা,
অথবা কবিতার জীবাণু।

স্বপ্ন নয় সব মিথ্যা : লীলাময় বসু

স্বপ্ন, স্বপ্ন, আর স্বপ্ন
যেন আর কিছু নেই রাত্রির বঙ্কিম ঘুমে।

সকালের আলো আজ পরম বিস্ময়
বলিষ্ঠ সূর্য্য আছে, পৃথিবী আছে সুস্থ সাম্যবান
স্বপ্ন শুধু প্রকৃতির ফেনিল বিকার
অবশ্যম্ভাবী এক অশ্লীল ঘটনা।

আর আছে রক্তাভ বেদনা
আছে স্মৃতি, আছে বিস্মৃতি
অনেক বিস্ময় আছে।

কাল রাত্রে নিজেকে শায়িত দেখলাম
একটী শরীরের নরম নিভৃতিতে।
বিছানার ওপর ঢালা ছিল নগ্নতার বিপুল সম্ভার
যার দেহে কৌমার্য্য বিগলিত কামনা ধরায়
আর দেহের পুঞ্জে পুঞ্জে কামনার রোরুদ্যমানতা,
আর রেখে গেল রোমাঞ্চিত আনন্দ যন্ত্রণা
আমার দেহে।

স্বপ্ন নয় সুন্দর জীবন
বিছানায় শুয়ে নারী নারী বলে কেবল চীৎকার
কখনো বা বিছানায় ভিজে অন্ধকার।

আজ আমার স্বপ্ন গেছে হারিয়ে
চুরমার হয়ে গেছে সকালের প্রচুর আলোয়
আর প্রত্যহের রূঢ় বাস্তবতায়।
সকালের শুভ্র সূর্য্য রয়েছে এখনো
পৃথিবীর ঘূর্ণ্যমান গতি এখনো থেমে যায়নি।

স্বপ্নের কোন অর্থ পেলেই
বিস্ময়ে চমকে উঠি
সবিস্ময়ে সব যাই ভুলে।

পৃথিবী ছড়িয়ে স্বপ্ন
আকাশে স্বপ্ন, পাহাড়ে স্বপ্ন, সমুদ্রে স্বপ্ন
আরো স্বপ্ন মেয়েদের সোনালি শরীরে।

স্বপ্ন নয় সব মিথ্যা ;
কেন তবে নীলস্বপ্ন প্রভাত আকাশে ?

জীবাণু : লীলাময় বসু

একদিন মৃত্যুর হিম স্রোত ভেসে আসবে
আছড়ে পড়বে এই দেহের কিনারে
এ-অস্তিত্ব মুছে দিয়ে যাবে।
শুধু একটী জীবাণু যেন থাকে পৃথিবীতে
মৃত্যুর বর্ব্বর লোভ এড়িয়ে
আবার যেন বেড়ে ওঠে উত্তাপে ও প্রাথর্য্যে
কোন এক ঐশ্বর্য্যের সোণালি ভূমিতে।
আবার যেতে পারে কামনায় লাল হয়ে
এক যন্ত্রহীন এরোপ্লেন-এর দুরন্ত গতি নিয়ে
কোন এক অপরিচিত অভিজাত মেয়ের ঘরে
জলন্ত দেহের উপরে
গর্ব্বিত বুকের চূড়ায়।

অতিক্রান্ত শতাব্দি : মনীন্দ্র বসু

আজকে পূর্ণিমার সাদা চাঁদোয়ার তলায়
সৃষ্টি হলো, বন্ধু,
আমাদের নিরালা বাসর ঘর।
তোমার সিঁথের সিঁদুরের ফোঁটা
জ্বল জ্বল করে উঠছে
প্রেমের দীপ্যমান প্রভায়
তোমার চোখে ঘন রহস্যময়ী ছায়া
বিদেশী অরন্যের,
আর এঁকে বেঁকে সর্পায়িত গতিতে
তোমার বেণীটী এসে পড়েছে
মসৃণ শুভ্র বুকের উপত্যকায়।
আমার মাংসল মনে
তোমার দেহের প্রতিবিম্ব
কয়েকটী স্পষ্টতম অসম্পূর্ণ রেখার ছাপ
আর শরীরের প্রত্যেকটি ছোট ছোট রোমকূপে
অসীম বিহ্বলতা।
আজ পৃথিবীর দুঃস্বপ্নের স্তূপ
আমরা অতিক্রম করেছি
সৃষ্টি করেছি অপরূপ বর্ণচ্ছটায়
আমাদের যুগ যুগান্তরের স্বপ্নলব্ধ স্বর্গ,

এই মুহূর্ত কটিকে আমায় তিল্ তিল্ করে
সঞ্চয় করে নিতে দাও
নিবিড় ভাবে তোমার দেহের আশ্রয়ে
নিজেকে সমর্পণ করে
দেখতে দাও বুড়ো চাঁদের শ্লথ মন্থর গতি !

গান : ফেডেরিকো গার্শিয়া লর্কা : অনিলা সেন

লরেল গাছের শাখার ফাঁক দিয়ে
হেঁটে চ'লেছে দু'টো কবুতর
তার একটির নাম সূর্য
আরেকটি চাঁদ।
'হে বন্ধুবর্গ, আমার সমাধিসৌধ কোথায়
ব'লতে পারো ?'
তাদের জিজ্ঞেস করলেম।
সূর্য ব'ললে, 'এই তো, আমার স্কন্ধে !'
চাঁদ হাস্‌লে, ব'ললে. 'আমার কণ্ঠে !'
আমি পথিক, হেঁটে চ'লেছি,
মেখলার মতো পৃথিবী আছে আমায় জড়িয়ে
আমি দেখলেম, দু'টো শ্বেতপাথরের ঈগল
আর উলঙ্গ একটা যুবতী মেয়ে।
পাখীর দু'টোর মধ্যে মেলাই সাদৃশ্য
কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে মিল নেই কারো।
'হে ঈগল, আমার সমাধিসৌধ কোথায়
বলতে পারো ?'
তাদের জিজ্ঞেস করলেম
সূর্য বললে, 'এই তো, আমার স্কন্ধে !'
চাঁদ হাস্‌লে, ব'ললে 'আমার কণ্ঠে !'

চেরী গাছের ডাল পালা ডিঙিয়ে
উড়ে গেলো দু'টো উলঙ্গ কবুতর
দু'টির মাঝে মেলাই সাদৃশ্য
কিন্তু আর কারু সঙ্গে এদের মিল নেই মোটেও।

এডোয়ার্ড গ্রে : টেনিসন্ : সুশীল রায়

দূর-সহরের মিষ্টি মেয়েটি এমা মোর্‌লাণ্ড্ মোরে
সহরের পথে একাকী উদাস ঘুরিয়া বেড়াতে দেখে
সুধালো, "তুমি কি কা'রো প্রেমে পড়িয়াছ ?
বিবাহ তুমি কি ক'রেছ কা'কেও ? বলো, এডোয়ার্ড গ্রে !"

মিষ্টি মেয়েটি মোরে জিজ্ঞাসা করিল যেমনি, আমি
কাঁদিয়া বিদায় নিলেম, এবং মনে মনে কহিলাম :
"হে সুখী রমনি, আর কা'রো ভালবাসা
এডোয়ার্ডের হৃদয় ছুঁইতে পারিবেনা কোনোদিন।

"পিতা ও মাতার অমতে এলেন্ অ্যাডেয়ার নামে মেয়ে
খুব, খুব ভালো বেসেছিল আমাকেই !
আজ পুরোপুরি একটি ঘন্টা ঐ পাহাড়ের গায়
তা'রি কবরের পাশে ব'সে আমি কেঁদেছি অযথা একা।

"সে ছিলো লাজুক, আমি ভেবেছিনু সে বুঝি-বা উদাসীনা,
তারে গর্বিত ভেবে আমি পাড়ি দিলাম সাগর-পারে।
তারে ভুল বুঝে তারি'পরে আমি নিতে গেছি প্রতিশোধ
যখন এলেন্ আমারি জন্যে তিলে তিলে মরিতেছে।

"অনেক রুক্ষ কঠোর কঠিন কথা তারে ক'য়েছিনু।
নিষ্ঠুরতর রূপে তারা আজ মোরে হানে অভিশাপ :
ক'য়েছিনু তাকে, 'তুচ্ছ তোমার প্রণয়, চপল তুমি—
তোমার প্রেমেতে এডোয়ার্ড শুধু বঞ্চনা লভিতেছে।'

"কবরের পাশে ঘাসের উপরে মুখ গুঁজে শুয়ে শুয়ে
কানে কানে তার কহিলাম, 'শোন, শোন মোর দুর্দশা
যে ভুল ক'রেছি তার তরে অনুশোচনাই করিতেছি—
একবার শুধু কথা কও তুমি, কথা কও, অ্যাডেয়ার!'

"কবরের পাশে শুয়ে শুয়ে সেই পিছল শিলার গায়ে
ধীরে লিখিলাম, 'এখানে এলেন্ অ্যাডেয়ার ঘুম যায়
আর তারি পাশে এইখানে এডোয়ার্ডের অন্তর
চিরদিন রয় জেগে!'

"জানিনা, হয়ত প্রেম যায় আসে সাগরের ঢেউ সম,
পাখীর মতন ঘুরিয়া বেড়ায় গাছে গাছে উড়ে উড়ে
আমার প্রণয় কেহ নাহি পাবে, কা'রে ভালোবাসিব না
যতদিন নাহি আবার এলেন্ অ্যাডোয়ারে ফিরে পাই।

"তিক্ত ব্যথায় কাঁদিলাম আমি কঠিন সমাধি প'রে
কাঁদিতে কাঁদিতে সহসা উঠিয়া চলিলাম অজানায় :
ওখানে এলেন্ অ্যাডেয়ার ঘুম যায়, ঘুম যায়, —আর
তারি পাশে জাগে ওইখানে এডোয়ার্ডের অন্তর!"

পার্থক্য : রবার্ট ব্রীজেস্ : সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

তাহার মনের কথা—আমারে যে বলে নাই মোটে!
তবুও সে কথাগুলি মোর মনে জেগে জেগে ওঠে—
কেমনে তা বলিতে পারিনা। রহিয়াছে সুদূরে সে
তথাপি ভাবি যে আমি সে আমার অতি কাছে এসে,
জড়ায়ে ধ'রেছে মোর মন ; স্মরণের আবরণে
দূরের বন্ধুটি মোর রহিয়াছে আমারি এ মনে।
নিকটে আসিলে ভাবি, অকস্মাৎ এ কি ব্যবধান
সহসা সৃজিত হ'লো ? এ বিপুল পার্থক্য মহান
আমারে ঘেরিলো কেন আজ ?. অনেক জানার আগে
সে যেন অপূর্ব্ব ছিল, এই কথা তাই মনে জাগে।

সম্পাদকী

সেদিন জনৈক বন্ধুর সাথে বাক্যালাপ হচ্ছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি ব'ললেন, 'পদ্যছন্দে কবিতা লিখিনা কেন জানেন ?' জান্‌তেম না ; তাঁর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে হ'লো। তিনি ব'ললেন, 'তাতে কবিতা হাল্কা হ'য়ে যায়। 'আশ্চর্য্য হ'লাম, বিতর্ক তুললাম না।

কবিতাকে গুরুগম্ভীর করার জন্যই কি তাহ'লে মর্ত্তে গদ্যছন্দের শুভাবির্ভাব ? যদি একথা সত্যি হয় (কারণ এবিষয়ে আমার নিজের ঘোরতর সন্দেহ) তাহ'লে পৃথিবী থেকে হাল্কা কবিতার নির্ব্বাসনলগ্ন দেখ্‌ছি ঘনিয়ে এসেছে। হাল্কা কবিতা কাকে বলে তা আমি ঠিক জানি নে 'ভূতের মতন চেহারা যেমন', হয়ত হাল্কা কবিতা, এবং সেই সঙ্গে 'নহ মাতা নহ কন্যাও হাল্কা' ; তার কারণ এ-দুটিই পদ্য ছন্দে লেখা। এবং তারি সঙ্গে 'পরিপূর্ণ বয়যায় আছি তব ভরসায়'ও হাল্কা। এক কথায় আধুনিক-বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া হাল্কা কবিতা লিখে পৃথিবীবাসীকে ধাপ্পা মেরে গেছেন। কেবল শেষ বয়সে বুদ্ধিতে পাক ধরলে টের পেলেন এতটা বছর তিনি অযথা যাদের ঠকিয়েছেন তাদের দু'চারটে গম্ভীর কাব্য শোনাবেন ; অতএব চেয়ারটি টেনে জমাট হ'য়ে বসলেন এবং লিখলেন 'নাম তার কমলা, দেখেছি তার খাতার ওপর লেখা' ইত্যাদি।

এ তো গেলো বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের কথা। সেই একক চূড়া থেকে এবার রাস্তার ভিড়ে নেমে আসা যাক্। সেই ভিড়ের মধ্যের মানুষ আমিও

একজন, আমি একটি গুরুগম্ভীর কবিতা লিখ্‌ছি শুনুন :—

ধ্রুপদ ও খেয়াল

গড়পাড়ে গড়িয়ে পড়ে কোবল্ট আকাশ
হাতিবাগানের মনুমেণ্টে—ঈষৎ পাংশু।
আর বাসে চলে নমিতা রায়
যন্ত্রহীন সন্ত্রাসে চোখ দু'টি তার হল্‌দে দুপুর।
পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করলে একি ?
খসখসে দুটি বুক দোলে গীর্জার ঘণ্টা যেন,
পাশের দালানে আমি ডিগ্‌বাজী খাই
নেপোলীয়ঁ।
পুনঃ কাহে পালটি না পৈঠলি পানি ?
ফোর্ট উইলাম, হাইকোর্ট, এস্‌প্লানেডের চিত্রা সিনেমা।
দু'পাশে সবুজ দু'টি আশু গলিকা—
ধূসর আর রোগাটে ঘাসের সার্মিল।

নিজের ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, আমার মনে হয় আমি এই কবিতাটি দিয়ে গম্ভীর কাব্যজগতে অমর কীর্তি রেখে যেতে পারবো। কারণ এ গদ্য-ছন্দের সুর সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব। অযথাই এতদিন কবিতাকে কেটে কেটে নিজেকে বক্তাক্ত ক'রেছি, মিথ্যাই হাল্কা কবিতায় খাতার পর খাতা ভুলেছি ভ'রে।

সত্যি, এই সোজা কথাটা যদি আর ক'টা বছর আগে জানা থাকতো তাহ'লে ছন্দের এই দ্বন্দ্বে অযথা মেতে গিয়ে এই দারুণ কোলাহলের

সৃষ্টি করতে হ'তোনা। নিরিবিলি আরাম ক'রে কবিতা লিখতে পারলে, সাধ ক'রে কে যেতে চায় হাঙ্গামার মধ্যে ? এক হাতে একজনের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে মধুর ইন্সপিরেসনে আরেক হাতে কিলবিল ক'রে কবিতা বানানো যেতো। তা'তে লাভ ছিলো বিস্তর : আগামী যুগের জন্যে বেশ সুন্দর সিমেণ্টকরা রাস্তা বানানোর মিস্ত্রি ব'লেও খানিকটা খ্যাতি ছড়িয়ে যাওয়া যেতো।

প্রশ্ন হ'তে পারে, গদ্য কবিতার প্রতি বিতৃষ্ণা থাকা সত্বেও এই পত্রিকায় কেন গদ্য কবিতা ছেপে লেখকদের আস্কারা দেওয়া হয়। তার কৈফিয়ৎ হচ্ছে : নতুন যুগের গতি কোন্ পথে তার নিদর্শন পাঠকবর্গের চোখের সাম্নে ধরে রাখতে চাই এবং ব্যবসারও একটু সুবিধা হয়।

সুশীল রায়

আলোচনা

[যদিও নিচের প্রবন্ধটি আমাদের উভয়ের সম্বন্ধেই লেখা, তবুও নিজেদের পত্রিকায় তার স্থান দিতে আমরা বাধা বোধ করলুম না; কারণ প্রবন্ধটি, আমাদের চোখে, অসম-আলোচনা নয়, প্রকৃত একটি সমালোচনা। সম্পাদকদ্বয়, জীবাণু।]

সুচরিতাসু—বাঙলা সাহিত্যের যে আজো প্রাণ-স্পন্দন আছে তার প্রমাণ এই সাহিত্যিক স্পিরিট্। এই যে প্রয়োজন অতিরিক্ত দেবার কিছু চেষ্টা মানুষ যা আবহমানকাল করে আসছে নানাদিকে নানারকমে, এই খানেই শিল্পের সৃষ্টি। এই বাহুল্য বরণ করেই নতুন কবি-প্রকৃতিদের আবির্ভাব। এঁদের কবি স্বভাবের সঙ্গে কবির প্রতিভার যোগাযোগ ঘটেছে।

শিল্পী হতে হলে তার মধ্যে একটা কিছু সৃষ্টি করবার শক্তি থাকা চাই। তবেই সে কিছু একটা গড়ে তুল্‌তে পারবে। কিন্তু তার সে কাজ সকলের চোখে সুন্দর নাও লাগতে পারে। বিভিন্ন মতবাদীর ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুযায়ী কারুর তা ভাল লাগ্‌তে পারে, আবার কারুর তা মন্দ লাগ্‌তে পারে। কিন্তু মৌলিক একটা কিছু সৃষ্টি করবার চেষ্টা না করে যা তা সমালোচনা করবার স্পর্দ্ধা রীতিমত মারাত্মক।

এঁদের সম্বন্ধে অনেকের মনে নানা বাধা থাকতে পারে, কিন্তু এঁরা যে সত্যিকারের কবি একথা অতি সত্য রবীন্দ্র পরবর্ত্তী কবিদের মতো এঁদেরও স্বকীয়তার দাবী আছে।

এঁদের এই যত্নসাধ্য প্রচেষ্টা কবি-প্রতিভার বিস্ময়কর পরিচায়ক। এই প্রতিভা শুধু প্রচেষ্টায় প্রকাশ পায় না, তার সঙ্গে থাকা চাই সৃষ্টি করবার আকাঙ্ক্ষা। এই দু'য়ের সমন্বয়ে কবিখ্যাতি সার্থকতার ভরে ওঠে। এঁদের কবিতায় কাতর হৃদয়ের কাকুতি নেই, আছে সুস্থ চিত্তের সবল উক্তি। যথা—

অর্চ্চনা ? আজ তুমি বলিওনা না
দূরে ফেলো সঙ্কোচের রাশি হও লজ্জাহীনা
মিথ্যা প্রেম দূরে যাক থাক শুধু উত্তপ্ত বাসনা।

(মণীন্দ্র বসু)

হেঁড়িসের বিভীষিকা এনে দিল নিভন্ত প্রদীপ
রুদ্ধদ্বার কক্ষ মাঝে মুছে লব কলঙ্কের টিপ।
ভীষণ বীভৎস আমি রক্তপায়ী আমি যে রাক্ষস
দন্ত পরে দন্ত রেখে চুষে লই সৌন্দর্য্যের রস।

(সুশীল রায়)

এঁদের কবিতাগুলির মধ্যে যেমন চঞ্চল পুলক আছে তেমনি সূক্ষ্ম শিল্প বোধও আছে।

জন্ম দিয়ে মৃত্যুলাভ সোজা কথা সে নহে অদ্ভুত
মৃত্যু দিয়ে জন্মলাভ সেই জানি ঐশ্বর্য্য চরম
(সুশীল রায়)

দেহ দিয়ে দেহ সৃষ্টি, বিধাতার চিরন্তনী খেলা
প্রেমের সৃজন শুধু সেই তরে, বৃদ্ধি করে মানবের মেলা
(মণীন্দ্র বসু)

কবিতাগুলির মধ্যে উৎকর্ষতা আছে কিন্তু মিউজিকের হয়ত একটু অভাব। অবাধ ছন্দের নৃত্যগীত খুব কম কবিতাতেই দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য শিথিলতা ও প্রগল্‌ভতা এঁদের কবিতার রূপ ও ছন্দের ওপর অসীম কর্তৃত্ব ফলিয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রগলভতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে অনেকগুলি কবিতা সুর হারিয়ে বসেছে।

রূপের প্রতি লালসা আছে। রূপকে ভোগ করতে চেয়েছে, অনুভব করতে চায়নি। তাই রূপের বর্ণনীয় প্রাল্‌ভতা দোষে রূপকেও অশ্লীল করে দিয়েছে। যেন ভাবের পরিব্যাপ্তির চেয়ে প্রগল্‌ভতার দিকেই টান বেশী।

জানি জানি আমি আমারে তোমারে ভুলিতে বিস্ম আছে
মুকুরে ফলিত ওষ্ঠ ক্ষতটী নয়নে তোমার নাচে
মম নখ দাগ আজও লেগে আছে তব পীন পয়োধরে
হৃদয় ফলকে যে শর বিঁধেছে সেকি কভু খসে পড়ে।
(সুশীল রায়)

ক্ষীণ কটী ঘেরি বাহুদুটী মোর হোক কামনায় চঞ্চল
বুকে মুখে তব মাটির গন্ধ, শ্লথ হোক্ সাড়ীর অঞ্চল
নিমেষের তরে দূরে ফেল ওই সরমের বন্ধনী
নব অনুভূতি কাঁপাইয়া দিক খঞ্জ তব দেহ খান
(মণীন্দ্র বসু)

আলোচ্য বইটী পড়ে প্রথমেই মনে হলো যে কোন জিনিষকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করবার শক্তি এঁদের সত্যিই আছে। কিন্তু আধুনিকতার তথাকথিত আখ্যা বইটীর রস পরিবেশনের পক্ষে মস্ত বাধা। অবশ্য মানসিক রুগ্নতা বশে রস বিশেষে কারো কারো একটা অরুচি বা ঘৃণা থাকতে পারে। সেই রুগ্নতার বিকৃতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে, দেখতে হবে প্রকাশ সৌন্দর্য্য, উপভোগ করতে হবে আনন্দ।

বইখানির মধ্যে অনেকগুলি কবিতা জলন্ত ও জলজলে। যথা—বন্দীত্বের অবসান, প্রেম, কবির গানের সুর, আলতা-কাব্য, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, একটি সুর ও বিরহ।

তাঁদের এই স্বতন্ত্র কবিপ্রকৃতি ও যত্নসাধ্য প্রস্তুতি প্রতিভার পথে তাঁদের অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। বিশেষ কবি-প্রতিভার পক্ষে তাঁদের কবিতার রূপ এখনো হয়ত সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হয়নি। তাঁদের এই অভিনব আধুনিকতা শব্দের পক্ষে বিস্ময়কর কৃতিত্ব হলেও তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে তাই বাহবার বাজনা মাঝে মাঝে বিলম্বিত হয়। কিন্তু প্রশংসনীয় আধুনিকতার গৌরব মণীন্দ্র বাবুর ও সুনীল বাবুর ক্ষমতা বলে ভাবতে ইচ্ছে করে।

লীলাময় বসু

নির্ভুল : নিখুঁত : নির্ম্মল

ছাপার জন্য—

জুবিলি প্রিন্টিং

১২নং কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা

জব ও বই ছাপা হয়